দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR 21 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

113

প্রাথমিক শিক্ষার অন্তরায় দু'টি কথা

১। বর্তমানে বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাঃ শিক্ষার ঢাকঢোল বাজানো হচ্ছে। দেশের প্রচার মাধ্যমগুলো দ্বারা সরকার শিক্ষার জলন্ত আমরণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু দিন দিন শিক্ষার পরিণতি কি হচ্ছে তা কি ভেবে দেখছেন? চিহ্নিত আমলাতন্ত্র বাহবা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে শিক্ষার জন্য মায়া কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। নতুন নতুন ফর্মূলা দিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষাকে ধ্বংস করছে।

(ক) প্রাইমারী স্কুলে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত ব্লক টিচিং নামে যে পদ্ধতি চালু আছে তাতে শিক্ষার মান বাড়ার পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

(খ) পড়াশুনা অগ্রগতি বাছায়ের জন্য সেকেলের পদ্ধতি ছেড়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু করা হয় যথা— পরীক্ষা পদ্ধতি বন্ধ করে নম্বরবিহীন ক, খ, দিয়ে মূল্যায়ন করে প্রমোশন দেওয়া। এতে শিশুর মেধা বিকাশের পরিবর্তে হ্রাস পেয়ে শিক্ষার মান কমছে কাগজ-কলমে খুবই প্রশংসিত বাস্তবে শূন্য।

২। বাধ্যতামূলক শিক্ষার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালাচ্ছে। যাতে দেশের অনর্থক কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, এ কর্মসূচী চলতে থাকলে ভবিষ্যতে বংশধরগণ শিক্ষার পরিবর্তে ভিক্ষার জ্ঞান অর্জন করবে। পরিশ্রমী হবার পরিবর্তে অলস বানানোর চেষ্টা চলছে। (ক) অশিক্ষিত অভিভাবকগণও শিক্ষার পরিবর্তে গমের আশায় একই শিশুকে বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি করে সুবিধা ভোগের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্য দিকে কিছু ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও শিক্ষকও শিক্ষার নামে সাময়িক আর্থিক ফায়দা হাসিল করছেন, যা মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

এভাবে দেশ চলতে থাকলে ভবিষ্যতের বংশধরদের চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় না। আর কিছু আমলাতন্ত্রের, কামলাতন্ত্রের অর্থোপর্জনের পথ খুলে দেয়া হচ্ছে। আর সরকারও তার সিংহাসন পাকাপোক্ত রাখার মাধ্যম হিসাবে জোরেসোরে কাজ চালাচ্ছেন।

—বাঘের আলী মিয়া,
বাঁশতলা প্রাইমারী স্কুলের সদস্য,
বাগেরহাট, জেলা- বাগেরহাট।